মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি

উপেন্দ্র ভবন, মেদিনীপুর , পশ্চিম মেদিনীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কার্যালয়
ক্ষুদিরাম ভবন, মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর।
ফোন-৬২৯৫৪৫৭৮৫৪, ই.মেল-nayaknarayan572@gmail.com

Ref-71/G/24 Date - 20 Septmber 2024

To
The District Magistrate
Purba Medinipur District
Ganapatinagar, Nimtouri,
Purba Medinipur.

মহাশয়,

গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় কাঁসাই নদীর পাঁশকুড়া সংলগ্ন মানুর, জদরা সহ চারটি জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে পাঁশকুড়া পৌরসভা ও ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশ ভয়াবহ বন্যার কবলে। গতকাল রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেও গিয়েছেন। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল- পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ড সহ গোবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রাম। এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বন্যার পর আড়াই দিন অতিক্রান্ত হলেও বেশিরভাগ এলাকাতে এখনো বহু মানুষ জলবন্দী হয়ে রয়েছেন। উদ্ধারকার্যের জন্য নেই প্রয়োজনীয় নৌকা বা বোটের ব্যবস্থা। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে এলাকায়। ত্রিপল, খাদ্য সহ সরকারী ত্রাণ অধিকাংশ এলাকাতে এখনো পৌঁছায়নি। যেখানেও বা পৌঁছেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আবার তা নিয়ে চলছে দলবাজী। বন্যার পর থেকেই বেশীরভাগই এলাকাই বিদ্যুৎহীন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সহ সন্তানসম্ভবা মায়েরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। এলাকায় বাড়ছে সাপের উপদ্রব। বন্যার জমা জলে ছ নম্বর জাতীয় সড়ক ও তমলুক-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। নদীতে জল কমলেও যে জল এলাকাগুলিতে বন্যার জল ঢুকেছে, সেই জল যে নিকাশি খালগুলি দিয়ে বের হওয়ার কথা, সেই নিকাশী খালগুলি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার কারণে খুব ধীর গতিতে জল নামছে। অন্যদিকে মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এলাকার কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি করে জনসাধারণকে তা কিনতে বাধ্য করছে।

এমতাবস্থায় আমরা আজকের এই স্মারকলিপি মারফত আপনার নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরছি।

১) অবিলম্বে পর্যাপ্ত বোট ও নৌকার বন্দোবস্ত করে জলবন্দী এলাকার মানুষজনদের উদ্ধার করতে হবে।

২) বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রিপল সহ ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য, পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। রিলিফ বন্টনে দুর্নীতি বন্ধে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করতে হবে।

৩) ব্লকগুলিতে টাস্ক ফোর্সকে সক্রিয় করে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪) জয়গোপাল, বেহুলা, সোয়াদিঘি, গঙ্গাখালি, শংকরআড়া, প্রভৃতি খালগুলির ভেতরে থাকা কচুরিপানা সহ সমস্ত রকম আবর্জনা অবিলম্বে পরিষ্কার করে দ্রুত বন্যার নিকাশি জল বের করার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৫) দ্রুত নদীবাঁধের ভেঙে যাওয়া অংশ মেরামত করতে হবে।

নমস্কারান্তে

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক,

যুগ্ম সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি